চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৪ মে ২০১৮ খ্রি.

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ইন্টার্নি চিকিৎসকদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মাননীয় মেয়র

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ইন্টার্নি চিকিৎসকদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, দুঃখজনক হলেও সত্যি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নি চিকিৎসকদের রোগী সেবা, রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ব্যবহার নিয়ে নানা অভিযোগ আলোচিত। এ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নানা সমালোচনার মুখোমুখিও হতে হচ্ছে। তবে মনে রাখা উচিত, একজন রোগীর কাছে চিকিৎসকরাই একমাত্র ভরসা। অনেক ক্ষেত্রে রোগী বা রোগীর স্বজনদের অযাচিত আচরণে বিব্রত হন চিকিৎসকরা। এতে করে রোগী এবং চিকিৎসকদের মধ্যে বিভিন্ন সময় বাকবিতন্ডা বা হয়রানিমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তবে আমাদের চিকিৎসকদেরকে রোগী বা স্বজনদের মানসিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে তাদের সেবা নিশ্চিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকতে হবে। চিকিৎসকদেরকে উদার ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। তিনি ইন্টার্নি চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে বলেন,আমি জেনেছি আপনারা এই প্রতিষ্ঠানের বেস্ট ব্যাচ অর্জনের স্বীকৃতি পেয়েছেন। আপনাদেরকে সেবা, মানসিকতা, উদারতা, ধৈর্য্য সব মাপকাঠিতেই বেস্ট হতে হবে। পুরোনো সব অচলায়তন আর আলোচনা পিছনে ফেলে নতুন দিনের সূচনার ভার আজ থেকে আপনাদেরই হাতে। আপনাদের হাতেই অর্পিত হয়েছে এই গুরুত্বদায়িত্ব। ২৪ মে ২০১৮ খ্রি. বৃহস্পতিবার, সকালে কনফারেন্স হলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আয়োজিত ৫৫তম ব্যাচ ইন্টার্নি চিকিৎসকদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মাননীয় মেয়র চমেক হাসপাতাল পরিচালনা পর্ষদ সভাপতি আ জ ম নাছির উদ্দীন একথা বলেন। অনুষ্ঠানে চিকিৎসকদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান চমেক হাসপাতাল পরিচালক ব্রি.জেনারেল জালাল

উদ্দিন ভূঁইয়া।অনুষ্ঠানে চমেক অধ্যক্ষ ডা.সেলিম মো.জাহাঙ্গীর, বিএমএ সভাপতি অধ্যাপক ডা. মুজিবুল হক খান, অধ্যাপক ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী, অধ্যাপক ডা.অশোক কুমার দত্ত, বিএম এ সাধারণ সম্পাদক ডা. ফয়সল ইকবাল চৌধুরী, ডা.নূর হোসেন ভূঁইয়া শাহীন বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালনা করেন ডা. আবুল হোসেন ভূঁইয়া শাহীন।

২৪ মে ২০১৮ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান অব্যাহত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ২৪ মে ২০১৮ খ্রি. বৃহস্পতিবার, সকালে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফিয়া আখতার এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানকালে পাহাড়তলী থানাধীন অলংকার মোড়ে অপরিচ্ছন্ন কর্মীদের দিয়ে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রির দায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইনে আলিফ হোটেলকে ৪০ হাজার টাকা, অলংকার শপিং সেন্টারে সিটি কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা করার দায়ে জিপ জোনকে ৫ হাজার টাকা, পপুলার টেইলার্সকে ৫ হাজার টাকা, রাজপুরী কালেকশনকে ৫ হাজার টাকা, মদিনা কালেকশনকে ২ হাজার টাকা একই অভিযানে আবদুল আলী হাট মার্কেটের কাঁচা বাজার মনিটরিং কালে বিভিন্ন দোকানে দ্রব্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শিত স্থানে টাঙানোর নির্দেশনা প্রদান ও পাটের মোড়ক ব্যবহার না করার দায়ে নাছির ষ্টোরকে ৫ হাজার টাকা, ইদ্রিছ ষ্টোরকে ৫ হাজার টাকা, সন্ধীপ ষ্টোরকে ৫ হাজার টাকা, বাহার ষ্টোরকে ৫ হাজার টাকা ও মরিয়ম ষ্টোরকে ২ হাজার টাকা, সহ সর্বমোট ৭৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব সার্কেল-৬ এর কর কর্মকর্তা, উপ কর কর্মকর্তাগণ, সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন